দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 11 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম.... ৪......

শিক্ষা ■ মো. সহিদুল ইসলাম

বেসরকারি শিক্ষকদের নতুন পে-স্কেল

এ পর্যন্ত যত পে-স্কেল কার্যকর হয়েছে সেগুলোতে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীরা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে শুধু এবারের ৮ম পে-স্কেলে। সরকারি চাকরিজীবীদের পে-স্কেল কার্যকরের ৬ মাস পর এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন কার্যকরের সুপারিশ করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. ফরাসউদ্দিনের নেতৃত্বে গঠিত পে-কমিশন। গত বছরের ডিসেম্বরে অর্থমন্ত্রীর কাছে প্রতিবেদনটি জমা দেওয়া হয়। এর পর পে-কমিশনের মূল প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য মন্ত্রী পরিষদ সচিব মোশারফ হোসেন ভূঁইয়ার নেতৃত্বে গঠন করা হয় 'সচিব কমিটি'। এই কমিটিও ড. ফরাসউদ্দিনের মতোই এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বর্ধিত বেতন ছয় মাস পর কার্যকর করার সুপারিশ করে গত এপ্রিল মাসে রিপোর্ট জমা দেন। আমাদের কথা হলো- জাতীয় পে-স্কেল কার্যকর করতে অতীতে যখন কোনো সরকারি-বেসরকারি বিভাজন হয়নি এখন হবে কেন?

সকল জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনে সরকারি শিক্ষক-কর্মকর্তাদের সঙ্গে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছেন। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির নির্বাচনে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীরা দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। একটি বৈরী পরিবেশে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রাণহানির ঘটনাও ঘটেছে। বিরোধী দলের হরতাল, অবরোধসহ কোনো রকম আন্দোলনে বেসরকারি শিক্ষকরা অংশগ্রহণ করেননি বরং জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পাবলিক পরীক্ষাসমূহে দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। আমাদের প্রত্যাশা- সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীরাও একইসঙ্গে নতুন স্কেলের অন্তর্ভুক্ত হবেন। পৃথিবীর কোনো দেশে সরকারি ও বেসরকারি- ঐ দুই নামে শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত নেই। এ দু' মুখি শিক্ষাব্যবস্থা শুধু বাংলাদেশে প্রচলিত। আমরা যদি আমাদের প্রতিবেশী বন্ধুপ্রতিম ভারতের দিকে দেখি সেখানে সকল স্তরের শিক্ষাই সরকারি।

প্রায় সব সরকারের আমলেই কিছু প্রতিষ্ঠান সরকারি করা হয়। সমপর্যায়ের বা আরো বেশি মানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান বাদ থাকবে কেন? এ প্রশ্ন আসতেই পারে। বিচ্ছিন্নভাবে কিছু প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ না করে সকল পর্যয়ের শিক্ষাকে জাতীয়করণ করা আজ সময়ের দাবি।

বর্তমান এমপিওভুক্ত পাঁচ লাখ শিক্ষক-কর্মচারী তাঁদের মূল বেতনের শতভাগ সরকারি কোষাগার থেকে পান, সেসঙ্গে পান ৫০০ টাকা বাড়িভাড়া, ৩০০ টাকা চিকিৎসাভাতা, উৎসবভাতা পান শিক্ষকরা মূল বেতনের ২৫% ও কর্মচারীরা ৫০%। বাড়িভাড়া, চিকিৎসাভাতা ও উৎসবভাতায় একটি বড় ব্যবধানই সরকারি বেসরকারি বিভাজন হয়ে আছে বলে আমরা বেসরকারি শিক্ষকরা মনে করি। বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যাবতীয় সম্পদ ও আয় সরকারি কোষাগারে নিয়ে নিলে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের জাতীয়করণের জন্য সরকারি কোষাগার থেকে খুব একটা বেশি অর্থের প্রয়োজন হবে না। সরকার এ বিষয়ে বিবেচনা করে সকল পর্যায়ের শিক্ষাকে জাতীয়করণ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

● লেখক : শিক্ষক